

248750 - قضاء (ভাগ্য) ও قدر (নয়তি) এর মধ্যে কী পার্থক্য আছে?

প্রশ্ন

قضاء ও قدر এর অধ্যায়ে, এ দুটোর মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষেত্রে আলমেগণ বলেন: এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। কোন কোন আলমে, قضاء কে قدر হিসেবে ব্যাখ্যা করছেন। আর কউে কউে বলছেন, قضاء ও قدر দুটো আলাদা। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এ দুটো মতের একটিমতকে প্রাধান্য দিয়েছে এমন কোন অভিমত রয়েছে কি? যদি কউে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন তাহলে এ প্রাধান্য দায়ের দলিল কী? কোনটি আগে? قدر নাকি قضاء?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

কিছু কিছু আলমের মতে, قضاء (ভাগ্য) ও قدر (নয়তি) একটি অপরটির সমার্থবোধক শব্দ।

কিছু কিছু ভাষাবিদে অভিমতও এ রকম; যারা قضاء কে قدر দিয়ে ব্যাখ্যা করছেন।

ফরীজাবাদী রচনিত ‘আল-ক্বামুসুল মুহীত’ (৫৯১ পৃষ্ঠা) এ এসছে-

القدر: القضاء والحكم

(অর্থ- ক্বদর হচ্ছে: ক্বাযা ও হুকুম।)[সমাপ্ত]

শাইখ বনি বায (রহঃ) কে জিজ্ঞাসে করা হয়েছিল: ক্বাযা ও ক্বদরের মধ্যে পার্থক্য কি?

জবাবে তিনি বলেন: قدر একই জনিসি। অর্থাৎ আল্লাহ পূর্ববহে য়ে সদিধান্ত করে রেখেছেন ও পূর্ববহে য়া নরিধারণ করে রেখেছেন; এটাকে বলা হয় ক্বাযা, আবার একহে বলা হয় ক্বদর। শাইখ বনি বাযরে ওয়বে সাইট থেকে উদ্ধৃত

<http://www.binbaz.org.sa/noor/1480>

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

অপর একদল আলমে এ দুটোর মাঝে পার্থক্য করছেন।

তাদের কারো কারো মতে, قضاء (ক্বাযা) قدر (ক্বদর) এর আগে।

ক্বাযা: অনাদকাল থেকে আল্লাহর জ্ঞান ও সদিধান্তে যা রয়েছে।

আর ক্বদর: এ জ্ঞান ও সদিধান্তের আলোক সৃষ্টির অস্তিত্ব হওয়া।

হাফযে ইবনে হাজার (রহঃ) ফাতহুল বারী গ্রন্থে (১১/৪৭৭) বলেন: “আলমেগণ বলেন, ক্বাযা হচ্ছে- অনাদকাল থেকে সামগ্রিক ও সামষ্টিক সদিধান্ত। আর ক্বদর হচ্ছে- সসদিধান্তের ক্বদর ক্বদর অংশসমূহ।”[সমাপ্ত]

তনি ফাতহুল বারীর অন্য এক স্থানে (১১/১৪৯) বলেন: “ক্বাযা হচ্ছে- অনাদকাল থেকে সমষ্টিক সামগ্রিক সদিধান্ত। আর ক্বদর হচ্ছে- সসামষ্টিক সদিধান্তের ক্বদর ক্বদর ও আলাদা আলাদা সদিধান্তসমূহ।”[সমাপ্ত]

আল-জুরজানী তাঁর ‘আল-তারীফাত’ গ্রন্থে (পৃষ্ঠা- ১৭৪) বলেন:

“ক্বদর হচ্ছে- ক্বাযা মোতাবেক সম্ভাব্য বিষয়গুলো একের পর এক অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আসা। ক্বাযা অনাদকালরে সাথে সম্পৃক্ত। আর ক্বদর ঘটমান।

ক্বাযা ও ক্বদর এর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে: ক্বাযা হচ্ছে- লাওহে মাহফুযে সকল অস্তিত্বশীলরে সমষ্টিক অস্তিত্ব হওয়া। আর ক্বদর হচ্ছে- নির্দিষ্ট বস্তুগুলোর কারণ সংঘটিত হওয়ার পর পৃথক পৃথকভাবে সগেগুলো অস্তিত্বে আসা।”[সমাপ্ত]

আলমেদেরে বপিরীত একটি অভিমতও রয়েছে। এ মতাবলম্বীদের দৃষ্টিতে, ক্বদর হচ্ছে ক্বাযা এর পূর্বে। অর্থাৎ অনাদকালরে সদিধান্ত হচ্ছে- ক্বদর। আর কোন কিছুকে সৃষ্টি করা হচ্ছে- ক্বাযা।

আল-রাগবে আল-ইসফাহানী ‘আল-মুফরাদাত’ গ্রন্থে বলেন:

“আল্লাহর কর্তৃক নির্ধারিত ক্বাযা ক্বদর এর চয়ে খাস। কেননা ক্বাযা হচ্ছে তাকদীরের চূড়ান্ত সদিধান্ত। তাই ক্বদর হচ্ছে- তাকদির (নির্ধারণ)। আর ক্বাযা হচ্ছে চূড়ান্ত ও অকাট্য।

আলমেদেরে কটে কটে বলেন: ক্বদর হচ্ছে- পরিমাপ করার প্রস্তুতির পর্যায়ে। আর ক্বাযা হচ্ছে- পরিমাপের পর্যায়ে। এর সপক্ষে দলিল হচ্ছে আল্লাহর বাণী: (وَكَانَ أَمْرًا مَّفْعُضًا) (অর্থ- “এটা তো এক স্থায়ীকৃত ব্যাপার”)(كَانَ عَلَى رَّبِّكَ حَتْمًا)

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

(مَقْضِيًّا) (অর্থ- “এটা আপনার রবের অনবির্ষ্য সদিধান্ত”) (وَقُضِيَ الْأَمْرُ) (অর্থ- “এবং সদিধান্ত বাস্তবায়িত হল”)। এ স্থানগুলোতে ক্বাযা শব্দটি চূড়ান্ত সদিধান্ত অর্থ ব্যবহৃত হয়েছে। এ কথা বুঝানোর জন্য যাই এ সদিধান্ত আর অপনোদন হওয়া সম্ভবপর নয়।” [সমাপ্ত]

আলমেদের মধ্যে কারো কারো মতে, এ শব্দদ্বয় আলাদা আলাদা স্থানে উদ্ভূত হলে একই অর্থ ব্যবহৃত হয়। আর একই স্থানে ব্যবহৃত হলে প্রত্যেকেটির ভিন্ন ভিন্ন অর্থ থাকে।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) এর মতে,

ক্বদর এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, নির্ধারণ করা। আল্লাহ তাআলা বলেন, “নশ্চয় আমরা প্রত্যেকে কিছু সৃষ্টি করছি নির্ধারণের পরমাপে।” [সূরা ক্বামার, আয়াত: ৪৯] আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, “অতঃপর আমরা পরমাপ করছি, সুতরাং আমরা কত নপুণ পরমাপকারী।” [সূরা মুরসালাত, আয়াত: ২৩] পক্ষান্তরে, ক্বাযা শব্দটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- রায়, ফয়সালা।

তাই আমরা বলব: ক্বাযা ও ক্বদর যদি একই স্থানে আসে তাহলে এ দুটি ভিন্নার্থবোধক। আর যদি আলাদা আলাদা স্থানে আসে তাহলে এ দুইটি সমার্থবোধক। যমেনটি আলমেগণ বলে থাকেন: **هُمَا كَلِمَتَانِ: إِنْ اجْتَمَعَا افْتَرَقَا، وَإِنْ افْتَرَقَا اجْتَمَعَا** (অর্থ- এ দুটি এমন শব্দ একত্রিতি হলে ভিন্নার্থবোধক; আর পৃথকভাবে এলে সমার্থবোধক)

যদি কটে বলে: আল্লাহর ক্বদর ক্বাযাকে অন্তর্ভুক্ত করে। আর যদি দুটোকে একত্রে উল্লেখ করা হয় তাহলে প্রত্যেকেটির আলাদা আলাদা অর্থ রয়েছে।

ক্বদর (তাকদীর) হচ্ছে- অনাদিকালে আল্লাহ সৃষ্টির ব্যাপারে যা নির্ধারণ করে রেখেছেন।

ক্বাযা হচ্ছে- সৃষ্টির অস্তিত্ব, অনস্তিত্ব ও পরিবর্তন ইত্যাদির ক্ষেত্রে আল্লাহর সদিধান্ত।

এর ভিত্তিতে ক্বদর বা তাকদীর আগে।

যদি কটে বলেন যে, যখন শব্দদ্বয় এক জায়গায় আসবে এবং আমরা বলব, ক্বাযা হচ্ছে- সৃষ্টির অস্তিত্ব, অনস্তিত্ব ও পরিবর্তন ইত্যাদির ক্ষেত্রে আল্লাহর সদিধান্ত এবং ক্বদর হচ্ছে- ক্বাযার আগে; তাহলে এ দৃষ্টিভঙ্গি আল্লাহর নমিনোক্ত বাণীর সাথে সাংঘর্ষিক “তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তা নির্ধারণ করেছেন যথাযথ অনুপাতে।” [সূরা ফুরকান, আয়াত: ২] কেননা এ আয়াতের বাহ্যিক অর্থ হচ্ছে, তাকদীর (ভাগ্য নির্ধারণ) সৃষ্টির পর?

## ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

এর উত্তর দুইভাবে দয়া যত্নে পারবে-

আমরা বলব, আয়াতের এ ক্রমধারা উল্লিখেরে ক্রমধারা, উদ্দৃষ্টমূলক নয়। আয়াতে সৃষ্টিকে তাকদরিরে আগে উল্লিখে করা হয়েছে যাত্নে করে আয়াতেরে অন্তমলি ঠিকি থাকে। আপনিতো জানেন যে, মুসা (আঃ) হারুন (আঃ) এর চয়ে উত্তম। কনিত্ত, সূরা ত্বহার এ আয়াতে হারুন (আঃ) কে মুসা (আঃ) এর আগে উল্লিখে করা হয়েছে **فَأُلْفِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ** (অর্থ- “অতঃপর জাদুকররো সজ্জিদাবনত হল, তারা বলল, আমরা হারুন ও মুসার রব- এর প্রতি ঈমান আনলাম।” [সূরা ত্বাহা, আয়াত: ৭০] যাত্নে করে আয়াতেরে অন্তমলি ঠিকি থাকে।

এতএ প্রমাণ পাওয়া যায় যে, কাউকে পরে উল্লিখে করা তার মর্যাদা নমিন হওয়ার প্রমাণ বহন করে না।

কথিবা আমরা বলব যে, এখানে **تَسْوِيَةً** শব্দরে অর্থ (সুষম গঠন করা)। অর্থাত্ আল্লাহ্ নরিদৃষ্টি গঠনে তাকে সৃষ্টি করছেন। যমেনটি আল্লাহ্ অন্য আয়াতে বলছেন: “যনি সৃষ্টি করছেন অতঃপর সুষম করছেন।” [সূরা আ’লা, আয়াত: ২] তাই **تَسْوِيَةً** এখানে অর্থ ব্য়বহৃত হয়েছে।

এ শেষেক্ত অর্থটি প্রথমটির চয়ে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেননা এ অর্থটি আল্লাহ্ এর বাণীটির সাথে পুরোপুরি মিলে যায়, “যনি সৃষ্টি করছেন অতঃপর সুষম করছেন।” এভাবে কোন আপত্তি থাকে না। [শারহুল আকাদি আল-ওয়াসতিয়্যা (২/১৮৯) থেকে সমাপ্ত]

এ মাসয়ালার বিষয়টি খুবই সহজ। এ মাসয়ালার পছনে পড়ে থাকায় বেশি কোন ফায়দা নাই। যহেতু কোন আমল বা বশ্বাসরে সাথে এটি সম্পৃক্ত নয়। সর্বগোচ এতএ যা আছে সেটো হচ্ছে সংজ্ঞাগত বিষয়। এ ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহর এমন কোন দলিল নাই যে, যার ভিত্তিতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দয়া যাবে। গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, ঈমানরে এই মহান রুকনরে উপর ঈমান আনা ও বশ্বাস স্থাপন করা।

খাত্তাবি (রহঃ) ‘মাআলমিল সুন্নান’ গ্রন্থে (২/৩২৩) ক্বদর মানে তাকদরি (পূর্ব নির্ধারণ), ক্বাযা মানে ‘সৃষ্টি করা’ এ কথা উল্লিখে করার পর বলেন: এ অধ্যায়রে (ক্বাযা ও ক্বাদররে) মোদ্দাকথা হল, এ দুইটি এমন বিষয় যে, একটি অপরটি থেকে বচ্ছিন্ন হওয়ার নয়। কেননা, এ দুইটির একটি ভিত্তি ন্যায়, অপরটি ভবনরে ন্যায়। যে ব্য়ক্তি এ দুটোকে আলাদা করত চায় সে যেনে ভবনটিকেই ধ্বংস করত চায়।” [সমাপ্ত]

শাইখ আব্দুল আযযি আল শাইখকে জিজ্ঞেসে করা হয়: ক্বাযা ও ক্বদর এর মধ্যে পার্থক্য কি?

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

জবাবে তিনি বলেন: আলমেগণের মধ্যে কউে কউে এ দুটোকে একই অর্থে গ্রহণ করেন। বলেন: যটো ক্বাযা সটোই ক্বদর। যটো ক্বদর সটোই ক্বাযা। আর কউে কউে এ দুটোর মাঝে এভাবে পার্থক্য করেন যে, ক্বদর হচ্ছে আম (সাধারণ); ক্বাযা হচ্ছে খাস (বিশেষ)। ক্বদর হচ্ছে ব্যাপক; আর ক্বাযা হচ্ছে ক্বাদরের অংশবিশেষ।

এ দুটোর প্রতি ঈমান আনা ফরয। আল্লাহ যা তাকদীরে নির্ধারণ করে রেখেছেন এবং যা ক্বাযা বা সদ্ধান্ত করে রেখেছেন উভয়টির প্রতি ঈমান আনা ও বিশ্বাস স্থাপন করা ফরয। [শাইখের ওয়েব সাইট থেকে সমাপ্ত]

<http://mufti.af.org.sa/node/3687>

শাইখ আব্দুর রহমান আল-মামদুহ বলেন:

“এ মতভেদের কোন ফলাফল নাই। কারণ আলমেগণের এই মর্মে ঐক্যমত রয়েছে যে, এ শব্দদ্বয়ের একটি অপরটির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং একটির পরিচয়ে অপরটির সংজ্ঞা উল্লেখ করতে কোন অসুবিধা নাই”। [আল-ক্বাযা ও ক্বদর ফাযাওয়লি কতিব ওয়াস সুন্নাহ, পৃষ্ঠা-৪৪ থেকে সমাপ্ত]

আল্লাহই ভাল জানেন।